দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JAN 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রসঙ্গঃ ডিগ্রীতে ইংরেজী

দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র বিভাগে মোঃ ইব্রাহিম খলিলুর রহমানের 'প্রসঙ্গঃ ডিগ্রীতে ইংরেজী' লেখাটি পড়িলাম। আমি কিছুতেই ইব্রাহিম খলিলুর রহমানের সাথে একমত হইতে পারিলাম না। স্নাতক শ্রেণীতে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক না রাখার জন্য জাতির বৃহত্তর স্বার্থ কি তা বুঝিতে পারিলাম না। মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণের যথেষ্ট সুযোগ আছে একথা কি সত্যই ঠিক ? তা হইলে লেখক যে বলিলেন বিদেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যে জড়িত ব্যক্তিদেরকেই ইংরেজীতে যোগাযোগ করিতে হয় ? লেখক আরও বলিয়াছেন—সকলের জন্য ইংরেজীর বোঝা দেওয়া উচিত নয়।

আমাদের দেশের শিক্ষানীতিতে শিশুদেরকে স্কুলের প্রথম পাঠেই বাংলা, ইংরেজী, অংক এবং আরবী পড়িতে দেওয়া হয়। শিশুদের বাবা তাহার শিশুর জন্য বাড়ীতে মাষ্টার, মৌলবী রাখেন। ধীরে ধীরে শিশুরা উপরের শ্রেণীতে উঠিতে থাকে আর আরবী, ইংরেজী অদৃশ্য হইতে থাকে। অথচ আমাদের মত গরীব দেশের প্রতিটি লোকেরই ইংরেজী শিখা একান্ত প্রয়োজন। সুদান, সোমালিয়া, শ্রীলংকা, ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া এসব দেশের বলিতে গেলে সকলেই ইংরেজী জানেন।

আমরা একটি গরীব দেশের লোক। আজ আমাদেরকে কাজের সন্ধানে ছড়াইয়া পড়িতে হইতেছে পৃথিবীর সর্বত্র। আমরা ইংরেজী না জানার কারণে কোন বিদেশীর সাথে কথা বলিতে পারি না, নিরুপায় হইয়া ইণ্ডিয়ান, পাকিস্তানীদের নিকট হইতে উর্দু শিখি, যাহা আমাদের কাম্য নহে। আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সত্যিই ভালবাসি তবে অবশ্যই আমাদেরকে ভালভাবে ইংরেজী শিখিতে হইবে। আমাদের ক্রীড়া, সংস্কৃতিও নিত্যদিনের জীবনযাত্রা ইংরেজীর মাধ্যমেই অন্যের কাছে প্রচার করিতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন : আমাদের সমস্ত স্কুল-কলেজে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হউক। ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে চালু করার জন্যও আবেদন করিতেছি, তাহাতে দেশ ও জাতির মঙ্গল হইবে।

—হাজী মোঃ সিরাজুল ইসলাম, MAGUS INT'L. DIV. P.O. BOX NO. 1320, JEDDAH 21431, SAUDI ARABIA.